222485 - যে ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করছে কিন্তু রোযা রাখতে অক্ষম তার কাফ্ফারা

প্রশ্ন

যে নারীর সাথে তার স্বামী রমযানের দিনের বেলায় সহবাস করছে; সে নারী যদি লাগাতর দুই মাস রোযা রাখতে অক্ষম হয় তার শারীরিক দুর্বলতা ও ঋতুচক্রের কারণে তার কাফ্ফারার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

রমযানের দিনের বেলায় সহবাসে লিপ্ত হওয়া রোযা ভঙ্গের কারণসমূহের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য। এভাবে রোযা ভাঙ্গার কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার সাথে ইস্তিগফার করা, তওবা করা এবং এ দিনের রোযার কাযা পালন করা ওয়াজিব।

এ গুনার কাফ্ফারা হল নিম্নোক্ত ক্রমধারায়: ক্রীতদাস আযাদ করা। যদি ক্রীতদাস না পায় তাহলে লাগাতর দুই মাস রোযা রাখা। যদি রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দেওয়া।

অক্ষমতা বা সামর্থ্যহীনতার কারণ ছাড়া এক স্তরের কাফ্ফারা বাদ দিয়ে অপর স্তরের কাফ্ফারাতে যাওয়া জায়েয নয়।

আরও জানতে দেখুন: 106532 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

সহবাসকালে স্ত্রী যদি ওজরগ্রস্ত হয়; যেমন- জবরদস্তির শিকার হওয়া, কিংবা ভুলে যাওয়া কিংবা রমযানে দিনের বেলায় সহবাস করা যে হারাম সেটা না জানা; তাহলে তার গুনাহ হবে না এবং তার উপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে না।

যে নারীর সাথে জবরদস্তি করে সহবাস করা হয়েছে সেই দিনে তার রোযা সহিহ হবে কিনা— এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। যারা রোযা রাখাকে ওয়াজিব বলেছেন তাদের অভিমতকে ধর্তব্যে এনে তিনি যদি সতর্কতাস্বরূপ এ দিনের বদলে অন্য একদিন রোযা রাখেন তাহলে সেটা উত্তম।

আর যদি স্ত্রী তার স্বামীর অনুগত হয়ে সহবাসে লিপ্ত হয়, তার কোন ওজর না থাকে সেক্ষেত্রে তার উপর কাযা ও

কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজবি হবে। এটি জমহুর আলমেরে অভমিত।

এ মাসয়ালাটি আরও বস্তিারতি জানতে দখেুন: 106532 নং প্রশ্নোত্তর।

তনি:

যদি কোনে নারী তার ধর্তব্যযোগ্য স্বাস্থ্যগত অবস্থার কারণে রোযা রাখতে অক্ষম হন তাহলে তার উপর কাফ্ফারা হল: ষাটজন মসিকীনকে খাদ্য দওেয়া। সে নারী নজিে এটা পরশিোধ করবনে কংিবা তার পক্ষ থকেে পরশিোধ করার জন্য স্বামীকে দায়ত্বি দবিনে।

স্থায়ী কমটিরি আলমেগণ বলনে: "রমযানরে দনিরে বলোয় সহবাস করার কাফ্ফারা হচ্ছে পূর্বোক্ত ক্রমধারায়। তাই কউে দাস আযাদ করতে অক্ষম না হলে রোযা রাখার দকিে যতেে পারবে না। কউে রোযা রাখতে অক্ষম না হলে খাদ্য দওেয়ার দকিে যতেে পারবে না। যদি কোনে ব্যক্তি দাস আযাদ ও রোযা রাখতে অক্ষম হওয়ার কারণে খাদ্য দওেয়ার সুযোগ গ্রহণ করনে তাহলে তনিি ষাটজন গরীব-মসিকীন রোযাদারকে ইফতার করানো জায়যে হবে। এভাবে ইফতার করাতে হবে যাতে করে, স্থানীয় খাদ্য দয়িে তারা পটে ভরে খতেে পার। এভাবে একবার নজিরে কাফ্ফারা হসিবেে এবং আরকেবার স্ত্রীর কাফ্ফারা হসিবেে খাওয়াবনে। কংিবা ষাটজন মসিকীনকে ষাট স্বা খাদ্য নজিরে কাফ্ফারা ও স্ত্রীর কাফ্ফারা হসিবেে প্রদান করবনে। প্রত্যকে মসিকীনকে এক স্বা করে দবিনে। এক স্বা-এর পরমিাণ হচ্ছে প্রায় তনি কলিোগ্রাম।[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মিা (৯/২৪৫)]

চার:

রোযা রাখা শুরু করার পর যদি কারো হায়যে আরম্ভ হয় এতে করে তার কাফ্ফারার রোযার পরম্পরা নষ্ট হবে না। বরং হায়যে শুরু হলে তনিি রোযা ভঙ্গে ফলেবনে। এরপর যখন পবত্রি হবনে তখন আগে যতটি রোযা রখেছেনে এরপর থকেে দুই মাসরে অবশষ্টি রোযা পূরণ করবনে। কনেনা হায়যে এমন একটি বষিয় যা আল্লাহ্ তাআলা আদমরে ময়েদেরে তাকদীরে রখেছেনে। এতে কারো কোন হাত নইে। এটি আলমেদরে মাঝে সর্বসম্মত মত।

আরও বশেি জানতে দখেুন: 82394 নং প্রশ্নোত্তর।

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতিে বলা যায় য, প্রতি মাসে ঋতুচক্র ঘুরে আসা কংিবা কষ্ট হওয়ার আশংকা করা কোনে ধর্তব্য ওজর নয়; যে ওজররে কারণে খাদ্য খাওয়ানোর সুযোগ গ্রহণ করা যতেে পার। বরং ওয়াজবি হল রোযা রাখা। এমনকি হায়যে হলওে। অক্ষমতা ছাড়া তার উপর থকেে রোযা রাখার হুকুম মওকুফ হবে না।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।